যায়যায়দিন

তারিখ ··· 25 MAY 2010 ···
পৃষ্ঠা ······ কলাম ······

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে -যাযাদি

ছাত্রলীগে নতুন কেলেঙ্কারি

সর্দার আমিরুল ইসলাম

বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না ছাত্রলীগের। এবার ইউনিট কমিটি ঘোষণা নিয়ে কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছেন কেন্দ্রীয় নেতারা।

ছাত্রলীগের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম চার বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনো কমিটি করতে পারেননি কেন্দ্রীয় নেতারা। কিন্তু আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের নির্দেশে সাম্প্রতিককালে তড়িঘড়ি করে বিভিন্ন ইউনিট কমিটি ঘোষণার উদ্যোগ নিয়েছেন ছাত্রলীগ নেতারা।

জানা গেছে, ২২ মে পর্যন্ত ২২টি শাখার আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এসব কমিটি নিয়ে উঠেছে ব্যাপক বিতর্ক। অভিযোগ উঠেছে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে জাল সনদধারী, বয়স্ক আদুভাই, বিবাহিত, ব্যবসায়ীদের শাখা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করা হচ্ছে। এমনকি ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতাদের বসানো হচ্ছে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মত পদে।

আর এ অভিযোগের সত্যতা মিলেছে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ছাত্রলীগের কমিটি ভেঙে দেয়ার খবরে। ইবি ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পেশাজীবী এবং অছাত্র এমন অভিযোগ ওঠায়

কেলেঙ্কারি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

আদুভাই বিবাহিত ও ছাত্রদল নেতারা কমিটিতে

জাবিতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ

জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) মওলানা ভাসানী হলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নবগঠিত ছাত্রলীগের কমিটির যুগ্ম সম্পাদক গ্রুপের হামলায় একই কমিটির সহ-সভাপতিসহ আহত হয়েছেন ১০ নেতাকর্মী। সোমবার ভোররাতে এ সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

কেলেঙ্কারি : ছাত্রলীগে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এ কমিটিকে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে জানা গেছে। ১৯ মে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাহাঙ্গীর হোসেনকে সভাপতি এবং সামসুজ্জামান তুহিনকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রোববার সকালে ইবি প্রধান ফটকের সামনে ইবি ছাত্রলীগের সদ্যবিদায়ী সভাপতি শেখ শাহনুর আলম কেরামত, ছাত্রলীগ নেতা আলী মোর্তজা বসক, ইবি ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক আকুজার গিফারী গাফফারসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা সমাবেশ করেছেন।

ইবি ছাড়াও সদ্য গঠিত কয়েকটি কমিটি নিয়ে উত্থাপিত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে যায়যায়দিনের কাছে আসা বিভিন্ন কাগজপত্র ও ডকুমেন্টে। ১৯ মে হঠাৎ করেই ছয়টি শাখার কমিটি ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় কমিটি। এগুলো হল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, নাটোর, লক্ষীপুর ও নড়াইল জেলা। কাউন্সিলের মাধ্যমে কমিটি ঘোষণার কথা থাকলেও এসব কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে।

ইবির পর সব থেকে বেশি আলোচিত হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) কমিটি নিয়ে। জাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে ছাত্রদলের নেতা নির্ঝর আলম সাম্যকে। সাম্য ২০০৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত ছাত্রদলের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কামালউদ্দিন হলের সহ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমিটি ঘোষণার পরপরই এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। ছাত্রদলের একজন পদধারী নেতাকে কেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক করা হল তা নিয়ে শুরু হয় নানা বিশ্লেষণ। অভিযোগ ওঠে অর্থ লেনদেনের। জাবি ছাত্রলীগের সাবেক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মনোজ মণ্ডল জয় ও মাহফুজুর রহমান জানান, সাম্যকে তারা ছাত্রদল নেতা হিসেবে চেনেন। এমনকি তার নেতৃত্বে জোট সরকারের আমলে ছাত্রলীগের মিছিলে হামলা হয়েছে। তারা আরো দাবি করেন, ঘোষিত কমিটির অর্থ সম্পাদক আলমগীর আলী সরকারও ছাত্রদল নেতা ছিলেন।

ময়মনসিংহ শাখা কমিটির সভাপতি করা হয় তাজউদ্দিন আহমেদ রানাকে। বয়স পার হলেও তাকে সভাপতি করায় ক্ষেত্রে উত্তাল ময়মনসিংহ ছাত্রলীগ। ঘটনায় কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কুশপুত্তলিকা দাহ ও গত বৃহস্পতিবার ঢাকাতে সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন লাঞ্ছিত হয়েছেন বিক্ষুব্ধদের হাতে। জানা যায়, ময়মনসিংহ জেলা কমিটি দেয়ার জন্য ১৩ এপ্রিল কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে সভাপতি পদে আট ও সাধারণ সম্পাদক পদে ১৬ জন আবেদন করেন। বয়সের কারণে সভাপতি প্রার্থী সাতজনের আবেদন বাতিল হয়ে যায়। এদের মধ্যে একজন আতাউজ্জামান খান আক্তারের বয়স থাকলেও তাকে সভাপতি করা হয়নি।

আক্তারের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন ২০ লাখ টাকা উৎকোচ নিয়ে রানাকে সভাপতি করেছেন। সংগঠনটির গঠনতন্ত্রের ৫(ক) ধারায় বলা আছে, অনূর্ধ্ব ২৭ বছর বয়সী বাংলাদেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বা ছাত্রী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রাথমিক সদস্য হতে পারেন। ময়মনসিংহের ১৬ নাম্বার ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় সদ্য ঘোষিত ময়মনসিংহ শাখার সভাপতি তাজউদ্দিন আহমেদ রানার জন্ম ১৯৮০ সালের ২৮ আগস্ট। এ হিসাব অনুযায়ী আড়াই বছর ১৫ দিন আগেই রানার বয়স শেষ হয়েছে। তবে গত সম্মেলনে সংগঠনটির নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতাদের বয়স ২৭ থেকে বাড়িয়ে ২৯ বছর করেন। এ হিসাব অনুযায়ীও রানার বয়স ৬ মাস ১৫ দিন বেশি।

রংপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি করা হয় ধনঞ্জয় ঘোষ তাপসকে। ৮ মার্চ রংপুরে ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন না। ফলে সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ না করেই ঢাকায় চলে আসেন। আসার সময় সব তথ্য যাচাই-বাছাই করে সঠিক প্রার্থীদের নিয়ে কমিটি করার আশ্বাস দেন। ৯ মার্চ প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তিনি কমিটি ঘোষণা করেন। সভাপতি করা হয় অভিযুক্ত ধনঞ্জয় ঘোষকে। কারমাইকেল কলেজের মো. মশফিকুর রহমান ফিরোজ বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে ভুয়া ও জাল সনদ জমা দিয়ে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে রংপুর কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন। ১৯ মার্চ দায়ের করা মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ধনঞ্জয় মাহিগঞ্জ কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা পাসের সনদ দিয়েছে। কিন্তু সত্যতা যাচাই প্রত্যয়নপত্রে বলা হয়েছে, তিনি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেননি। একইভাবে কারমাইকেল কলেজের প্রত্যয়নপত্রে বলা হয়েছে, তিনি কারমাইকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন না।

ছাত্রলীগের সভাপতি এককভাবে ১১ মার্চ হবিগঞ্জ জেলা কমিটি ঘোষণা করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুজাফফর রহমান, গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আবু আক্কাস ভূঁইয়া, ও উপ-গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মফিজুর রহমান ডালি পাল্টা কমিটি ঘোষণা করেন। এর আগে কুমিল্লা উত্তর শাখার কমিটির জালিয়াতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বক্তারা।

এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল শাখার কমিটি নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও এলজিআরডিমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল হক ওই সময় সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি হলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে শিবির নেতাদের।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন যায়যায়দিনকে বলেন, তারা দায়িত্ব পেয়েছিলেন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়। এরপর আসে ১/১১। ফলে আন্দোলন-সংগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন তারা। সাংগঠনিক কাজ তেমন করার সময় পাননি। এখন দেশের স্থিতিশীল পরিবেশে সাংগঠনিক কাজে হাত দিয়েছেন। তিনি বলেন, অনেক দিন পর বিভিন্ন ইউনিট কমিটি করা হচ্ছে। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন সৎ, যোগ্য ও প্রকৃত ছাত্রলীগ নেতাদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেয়ার। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু ভুল-ত্রুটি হতেই পারে।